মূলঃ প্রাক্তন ক্যাপ্টেন ডাক্তার মাসুদ উদ্দীন ওসমানী (রহঃ)
এম, বি, বি, এস, (লাক্ষ্ণৌ)
ফাযেল উলুমে দ্বীনিয়া (কেন্দ্রীয় মাদ্‌রাসা, মুলতান)

অনুবাদক ঃ **মুহাঃ সাইফুল ইসলাম** এম, এ (ডবল)
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস
ডাকঘর ঃ প্রেমতলী, জেলা ঃ রাজশাহী।

মোহাম্মদ ইদ্রীস
তাওহীদ মসজিদ
সাং- মাটিলাপাড়া, ডাক ঃ নামোশংকরবাটি, জেলা ঃ নবাবগঞ্জ
মোবাইল ঃ ০১৭২০৬৬৮০৬৫

بسم الله الرحمن الرحيم

তাবিজাত ও শিরক

পরম দয়াবান ও কৃপানিধান আল্লাহর নামে।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যে। আমরা তাঁর প্রশংসা কীর্তন করছি এবং তারই সাহায্য চাচ্ছি। তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর উপরই ঈমান এনেছি। আমরা আমাদের নফসের পাপ ও কর্মের অকল্যাণ হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন, তাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

অতঃপর মুসলিম উম্মতের বরবাদি বা ধ্বংসের কারণ এটা নয় যে, তাদের নিকট আত্মনির্ভরতার মজবুত বুনিয়াদের ঘাটতি রয়েছে বা বর্তমান দুনিয়ায় পশ্চাৎপদ রয়ে গেছে। বরং প্রকৃত কারণ তো একটাই যে, এ মিল্লাতের অধিকাংশ লোক এক অদ্বিতীয় মালিককে পরিত্যাগ করে অংশীবাদীকেই নিজেদের মাযহাব বানিয়ে নিয়েছে। এক ইলাহর সাথে অসংখ্য ইলাহ খুঁজে বের করছে এবং তাদেরই পূজা করে চলেছে।

মুসলিম উম্মতের আলেম ও দরবেশদের ক্রিয়াকলাপ ঃ

গযব তো এটাই যে, জাতির পীর ও নামকরা আলেমগণ এ নিয়ে রীতিমত ব্যবসা খুলে দিয়েছে। এরা দুনিয়ার স্বার্থ আদায় ও সন্তান-সন্তানাদীদের নিমিত্তে সুখময় ভবিষ্যৎ গড়ার উদ্দেশ্যে বড় বড় শিরক-পূজারী হয়ে বসেছে। নিত্যদিন নূতন নূতন পদ্ধতি বের করতঃ তদ্বারা ফায়দা লুটাই হচ্ছে এদের পছন্দনীয় কাজ। এরা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগে নিজেদের কার্যকলাপের মাসুল বলপূর্বক আদায় করে নিচ্ছে। এদের প্রসংগে বিশ্ব প্রতিপালক মহান আল্লাহ এরশাদ ফরমাইয়াছেন-

اِنَّ كَثِيراً مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ *

"হে ঈমানদারগণ! তাদের আলেম ও দরবেশদের অনেকে লোকদের মাল সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলেছে (এতে ক্ষান্ত না হয়ে) এবং আল্লাহর পথ থেকে লোকদের বিরত রাখছে।" (সূরা তওবাহ ৩৪)

এ কথা তো সর্বতোভাবে সত্য যে, এই পীর ও মৌলভী সাহেবরা কেবলমাত্র ফৎওয়া বিক্রি করে নযর নিয়ায আদায়ের মাধ্যমেই যুলুম করছেনা; বরং তারা নিজেদের প্রয়োজনে গোটা দুনিয়াকে গোমরাহীর আবর্তে ফাঁসিয়ে দিচ্ছে। এরা এমন এমন মাযহাবী রসম রেওয়াজ আবিষ্কার করেছে যে, লোকদের মরা বাঁচা, বিবাহ-শাদী এবং সুখ-দুঃখ যা কিছু হোক তাদের পানাহার না করিয়ে হতে পারেনা।

এ কারণেই কোথাও কোথাও এসলাহের উদ্দেশ্যে হকের দাওয়াতের আওয়াজ উঠলে সর্ব প্রথম এ গোত্রকেই আলেমানা প্রতারণার হাতিয়ার নিয়ে এ পথের প্রতিবন্ধকতা করার জন্য দাঁড়াতে দেখা যায়। এমন শক্ত জোট বাঁধে যে তাতে দুনিয়া হয়রান ও হতবাক হয়ে যায়।

তাবিজ ও মন্ত্রপুতের ব্যবসা ঃ বনি ইসরাঈল কাওমের ওলামা ও মাশায়েখদের মত এই উম্মতের পীর ও নাম করা আলেমগণ তাবিজ মন্ত্রপূতকে কামালিয়াতের সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। এদের প্রসঙ্গেই কুরআনুল করীমের এই এরশাদ সঠিকভাবে উল্লেখিত হয়েছে ঃ

نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ق كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ -

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ *

আহলে কিতাবদের একদল আল্লাহর কিতাবকে এমন ভাবেই পেছনে ফেলে রাখলো যেন তারা এ বিষয়ে কিছু জানে না। তারা সেই জিনিসের অনুসরণ করলো শয়তানরা যা সুলায়মান (আঃ) এর সময় পড়তো। (সূরা বাকারাহ ১০১ ও ১০২)

শরীয়তে তাবিয ও মন্ত্রপুতের স্থান ঃ

উম্মতে মুহাম্মদীর গলদেশ খোঁজ করলে দেখা যাবে কেউ কাগজের তাবিয ঝুলিয়ে রেখেছে, কারো নিকট কুরআনের ছোট নুসখা, কারো নিকট পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রের মুদ্রা, কারো কাছে কড়ি প্রবাল আবার কারো কাছে ছুরি-চাকু সযত্নে রক্ষিত। এসব ধারণকারী আল্লাহর বান্দাদের ধারণা এই যে, এগুলো তাদেরকে বালা-মুসিবত ও রোগ-ব্যাধি থেকে হিফাযত করবে। তখন এসব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশ শুনুন ঃ

তাবিয ঝুলানো শিরক ঃ

عن عبد الله بن مسعود رضى ... قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول ان الرقى والتمائم والتولة - (رواه ابو داود، مشكوة ص ٣٨٥ ترمذي جلد ٢ ص ٢٨)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ ঝাড়ফুঁক, তাবিয ও যাদুটোনা শিরক।" (আবু দাউদ, মিশকাতঃ ৩৮৫ পৃঃ)

যে সমস্ত ঝাড়ফুঁকে যাদুমন্ত্রের সংযোগ নেই সেগুলোর ব্যাপারে নবী করীম ﷺ ছাড়পত্র প্রদান করেছেন। কিন্তু তাবিয ও যাদুমন্ত্রের অনুমতি দেননি। আজকাল তাবিযের মতই তিওয়ালাহ (ভালবাসার তাবিজ) ধারণ একটা রেওয়াযে পরিণত হয়ে গেছে। নর-নারীরা একে অপরের সাথে মহব্বত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এটা ব্যবহার করে থাকে। আবার কোন নারী অপর পুরুষের সাথে বিবাহিত হয়ে বৈবাহিক সম্পর্কে জড়িত থাকতে না চাইলেও এ তাবিজ ব্যবহার হচ্ছে। অন্য বর্ণনায় এসেছেঃ

عن دخين الحجري عن عقبه بن عامر الجهني رض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل إليه رهط فبايع تسعة وامسك عن واحد فقالوا يا رسول الله بايعة تسعة وامسكت عن هذا ؟ فقال ان عليه تميمة فادخل يده فقطعها - فبايعه وقال من تعلق تميمة فقد اشرك * (مسند احمد - ص ١٥٢ جلد ٤)

হযরত উকবা বিন আমের আল জুহনী (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ -এর নিকট একটি জামায়াত এলে তিনি তন্মধ্যস্থ ন'জনের বায়য়াত কবুল করলেন এবং এক জনকে ছেড়ে দেন। লোকরা বললোঃ "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! আপনি ন'জনের বায়য়াত নিলেন, কিন্তু একজনকে ছেড়ে দিলেন? হুজুর ﷺ বললেনঃ সে তাবিজ রেখেছে এ জন্যই তাকে ছেড়ে দিয়েছে। অতঃপর লোকটি হাত ঢুকিয়ে তাবিজটি ছিড়ে ফেলে দিল এবং নবী ﷺ তার নিকট থেকে বায়য়াত নিলেন। আর তিনি ﷺ বললেন ঃ যে তাবিজ ধারণ করে, সে শিরক করে।

(মুসনাদে আহমাদ ৪র্থ খণ্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা)

এ হাদীসের মাধ্যমে কি এটাই প্রমাণিত হল না যে, সব রকমের তাবিজ ধারণই না জায়েয? অন্যথায় নবী করীম ﷺ কমপক্ষে তাকে জিজ্ঞেস করে নিতে পারতেন যে, তুমি যে তাবিয ঝুলিয়ে রেখেছ তাতে কুরআনের আয়াত বা আল্লাহর নাম আছে কি না? শুধুমাত্র তাবিয দেখেই তাতে বায়য়াত না করায় এটা কি প্রমাণিত হয় না যে, আজকের দ্বীনদার হিসেবে পরিচিত মহল নিজেদের ব্যবসার খাতিরে এর স্বপক্ষে যে সমস্ত ওযর পেশ করে থাকে সেগুলো কেবল ওযরের খাতিরেই ওযর পেশ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

ব্যাধি আরোগ্যের তাবিজ ঃ

ঈসা বিন হামযা (রহঃ) বলেনঃ আব্দুল্লাহ বিন উকাইম (রাঃ)-এর নিকট গেলাম। তিনি রক্তিমাভ এক প্রকার ফোঁড়ায় আক্রান্ত ছিলেন। আমি বললামঃ আপনি পীড়ার জন্যে তাবিয ধারণ করেন নি? তিনি বললেন, আমি তাবিয ধারণ করা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন তাবিজ ধারণ করে, তাকে ঐ বস্তুর উপরই সোপর্দ করা হয়ে থাকে।

(আবূ দাউদ, তিরমিযী, ২য় খণ্ড ২৮ পৃষ্ঠা, মিশকাত ৩৮৯ পৃষ্ঠা)

এতে বুঝা গেল যে, বালা-মুসিবত হতে আত্মরক্ষার জন্য, রোগ-ব্যাধি হতে আরোগ্য লাভের জন্য এবং পীড়ার কষ্ট নিরসনের জন্যে যে তাবিয ব্যবহার করা হবে আল্লাহ তা'আলা তার ব্যাপারে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাবেন এবং তাকে উক্ত তাবিয ও মন্ত্রপূতের উপরই সোপর্দ করে দেবেন। এখানকার কথা তো এটাই যে, একজন তাবেঈ শিরকী তাবিজ ব্যবহারের পরামর্শ দিতে পারেন না; কিন্তু সাহাবী (রাঃ) কেবলমাত্র তামীমা বা মন্ত্রপূত সম্পর্কে নবী ﷺ -এর হাদীস বর্ণনা করেই তাবিয থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইলেন।

তাবিয ব্যবসায়ীদের একমাত্র নির্ভর সূত্র ঃ

তাবিয ও মন্ত্রপূত ব্যবসায়ীদেরকে যদি হৃদ্যতার সাথে বলা হয় যে, আল্লাহর ওয়াস্তে এ কাজ থেকে বিরত হোন– এভাবে ঈমান ও আখিরাত বরবাদ করে কতটুকু লাভবান হবেন? তাহলে জবাব আসে যে, অনুভূতির সাথে উপলব্ধি করুন! বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আল আস (রাঃ) কি নিজের বাচ্চার গলায় তাবিয ঝুলান নাই? উত্তম কথা, এই রেওয়াতের নির্ভরযোগ্যতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা যাক। কেননা এটাই তাদের একমাত্র নির্ভর সূত্র। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমের মধ্যে ভয় পাওয়া ব্যক্তিদেরকে এই দু'আ শিখাতেন-

ان رسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات اعوذ بكلمات الله التامة من غضبة وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه فاعلقه عليه - رواه ابو داؤد

আউযু বি-কালিমাতিল্লাহিত তা-ম্মাতি মিন গাযাবিহী ওয়া শাররি 'ইবাদিহী ওয়া মিন হামাযাতিশ শায়াত্বীনা ওয়া আই ইয়্যাহযুরূন।" রাবির বর্ণনা আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস বুদ্ধিমান বালকদেরকে এ দু'আ শিখিয়ে দিতেন আর অবোধ বাচ্চাদের গলায় লিখে ঝুলিয়ে দিতেন।

(আবূ দাউদ ৫৩২ পৃষ্ঠা, তিরমিযী, মিশকাত ২১৭)

এ বর্ণনার ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ ঃ

এ একটি বর্ণনার মধ্যেই ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। **প্রথমতঃ** এটা পূর্ণ বর্ণনার মধ্যে থেকেই আপন পদ্ধতিতে গৃহীত একটি একক বর্ণনা। এ বর্ণনা সহীহ হওয়াতো দূরে থাক হাসানও নয়। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে সহীহ প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা চরিত করেও হাসান হিসেবে গণ্য করতে পারেননি; বরং হাসান গরীব বলেছেন। **দ্বিতীয়তঃ** আব্দুলাহ বিন আমর বিন আল-আসের প্রসংগে বলা হয়েছে যে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদের গলায় এ দু'আ লিখে ঝুলিয়ে দিতেন এটা হাদীসের ভাষ্য নয়; বরং বর্ণনাকারীর পক্ষ হতে এটা মুদরাজ বা নিজস্ব বাড়তি কথা। **তৃতীয়তঃ** আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আল আস (রাঃ)-এর প্রসংগে বলা হয়েছে যে, তিনি অল্প বয়স্ক বালকদের গলায় দু'আর তাবিয ঝুলিয়ে দিতেন। অথচ নবী ﷺ -এর সহীহ হাদীসে গলায় তাবিজ ঝুলানোকে মন্দ বলা হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা কি করে হতে পারে যে, একজন সাহাবী খারাপ মন্তব্য সম্পর্কীয় হাদীস বর্ণনা করবেন এবং উক্ত বিষয়ে নিজেই জড়িত হয়ে পড়বেন? এ ধরনের বর্ণনা আছে যে, আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আল আস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে

বলতে শুনেছি, তিনি ﷺ বলেনঃ আমি যা নিয়ে এসেছি তৎসম্পর্কে অবহেলা করেছে বলে প্রমাণিত হবে যদি আমি তিরইয়াক (বিষনাশক অমৃত) পান করি, তাবিয ঝুলাই অথবা রচিত কবিতা আবৃত্তি করি। (আবূ দাউদ ৫৪০, মিশকাত ৩৮৯) আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন, এটা আব্দুল্লাহ বিন উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর বর্ণনা নয়, এরূপ কথা আবূ দাউদের নুসখাতেও আছে। মিশকাতে ভুলক্রমে আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)-এর নাম ছাপা হয়ে গেছে। চতুর্থতঃ এ হাদীসের দু'জন বর্ণনাকারী হলেন মুহাম্মদ বিন ইসহাক এবং আমর বিন শোয়াইব এ দু'জন সম্পর্কে হাদীসবিদগণ শক্ত ত্রুটি বিচ্যুতি তুলে ধরেছেন। ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার দাজ্জালদের মধ্যে অন্যতম। (তাহযিব ৯ম খণ্ড ৪১ পৃষ্ঠা, মিযান ৩য় খণ্ড ২১ পৃষ্ঠা) সুলায়মান তায়মী বলেন সে মিথ্যাবাদী হয়ে গেছে। হিশাম বিন উরওয়া বলেন, সে মিথ্যাবাদী। ইয়াহইয়া কাত্তান বলেন আমি এ সাক্ষ্যই দিচ্ছি যে, সে খুব বড় মিথ্যাবাদী। (মিযানুল এ'তেদাল ৩য় খণ্ড ২১ পৃষ্ঠা) অহিব বিন খালিদ তাকে মিথ্যুক বলেছেন। (তাহযিব ৯ম খণ্ড ৪৫ পৃষ্ঠা) জাবির বিন আব্দুল হামিদের বর্ণনা এরূপ "আমার এরূপ ধারণা নেই যে, সে সময় পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকবো যখন মানুষ মুহাম্মদ বিন ইসহাকের বর্ণিত হাদীসের প্রচার শুরু করবে। (তাহ্যিবুত তাহ্যিব ২য় খণ্ড ৩০৬ পৃষ্ঠা) এখন এ ধরনের মিথ্যুক রাবী সম্পর্কে আয়িম্মায়ে হাদীস বা হাদীস শাস্ত্রবিদগণ কি বলেন তা দেখুন। মুহাদ্দিসগণ কোন রাবীকে মাতরুক (পরিত্যাজ্য) ওয়াহী (বাজে) বা মিথ্যাবাদী বলেন, তাহলে সে রাবী (সাকেতুল এ'তেবার) পতিত পড়ে যায় এবং তার হাদীস লিখা যায় না। (তাকরীবুন নাবাবী ২৩৩ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় রাবী হলেন আমর বিন শোয়াইব। তিনি মুহাম্মদ বিন ইসহাকের উস্তাদ। তার ব্যাপারটাও শাগরিদ থেকে অভিন্ন নয়। আবূ দাউদ বলেন, আমর বিন শোয়াইব তার পিতা হতে, দাদা হতে বর্ণনা করেন বলে কোন প্রমাণ নেই। অন্য বর্ণনায় আছে যে, অর্ধেকটাও প্রমাণ নেই। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ বলেন, আমর বিন শোয়াইব এর বর্ণনা দলীল হিসেবে গৃহীত নয়। (তাহযিবুত তাহযিব ৭ম খণ্ড ৪৯-৫০) আবূ যুরয়া বলেন আমর তার পিতার নিকট থেকে কতিপয় হাদীস শুনেছেন, কিন্তু তিনি স্বীয় পিতা ও দাদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে সমস্ত অশ্রুত হাদীস ঢালাও ভাবে বর্ণনা করেছেন। (মিযানুল এ'তেদাল ২য় খণ্ড ২য় ২৮৯ পৃষ্ঠা) ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, সে পিতা হতে, দাদা হতে এ পদ্ধতিতে কিছু শোনেনি-কেবলমাত্র কিতাব হতে উঠিয়ে নিয়ে সংকল্প করতঃ কার্যোদ্ধার করেছেন। (তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন ১১ পৃষ্ঠা) **পঞ্চমতঃ** কোন সাহাবী (রাঃ) এবং কোন তাবেঈ

(রহঃ) তামীমা (তাবিয মন্ত্রপূত) কে জায়েয স্থির করেননি। সেটা বলা হয় যে, কোন কোন সাহাবী যে সব তাবিজে কুরআনের আয়াত বা আল্লাহর নাম বা আল্লাহর নাম বা আল্লাহর সিফাত লিখিত থাকে সেগুলোকে জায়েয বলেছেন তা সঠিক নয়। এ ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস (রাঃ) এবং আয়েশা (রাঃ)-এর নাম পেশ করাটা একটা প্রকাশ্য যুলুম। হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি এক টুকরা কাগজে-

بسم الله الرحمن الرحيم বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

লিখে তা জনৈক ব্যক্তিকে টুপিতে লাগিয়ে ব্যবহার করতে দিলে তার মাথা ব্যথা সেরে যায়। এটা একটা কল্পকাহিনী মাত্র। নীল দরিয়ার কাহিনীটাও অনুরূপ।

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস (রাঃ)-এর মতে তাবিয ব্যবহার করা যায়েজ সম্পর্কীয় বিষয়টি যে সহীহ নয় তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। অনুরূপভাবে উম্মুল মুমেনীন আয়েশা (রাঃ) তাবিয ব্যবহারকে জায়েয মনে করতেন বলাও একটা প্রকাশ্য বুহ্‌তান (অপবাদ) বটে। গোটা হাদীস শাস্ত্রের কোথাও এরূপ একটি মাত্র বর্ণনাও মওজুদ নেই। সামনে বর্ণনা আসছে যাতে বুঝা যাবে যে, শিরকের সকল প্রকৃতিতেই তারা বেজার ছিলেন। সত্য কথা তো এটাই যে, কোন ধরনেই তাবিযই নবী ﷺ কর্তৃক জায়েয হওয়ার প্রমাণ তো নেই, এমনকি খুলাফায়ে রাশেদীন এবং সাহাবী কর্তৃকও প্রমাণ নেই। সামনে তাবেঈদের ফৎওয়া আসছে।

তাবেঈদের ফাতাওয়া ঃ

ওয়াকি (রহঃ) সাঈদ বিন যুবাইর (রাঃ) (যুবাইরকে যালেম হাজ্জাজ বিন ইউসুফ শহীদ করে। তিনি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)-এর শিষ্য ছিলেন) হতে বর্ণনা করেন -কেউ যদি অন্য কারো তাবিয কেটে ফেলে দেয় তাহলে সে যেন একটি জীবনকে মুক্ত করে দিল। ওয়াকি (রহঃ) বলেন বিখ্যাত তাবেঈ এবং ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর উস্তাদের উস্তাদ ইমাম নখঈ (রহঃ) বর্ণনা করেন- সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈদের গোটা জামায়াত সকল প্রকার তাবিযকেই নাজায়েজ বলেছেন তাতে কুরআনই লিখা থাকুক বা অন্য কিছু। কুরআনুল কারীম এবং এর আয়াত ঝুলানোর স্বপক্ষে কতক নাদান প্রমাণ স্বরূপ বলে কুরআনকে কি শাফা (নিরাময়কারী) বলা হয়নি? কুরআন যদি শাফা হয় তবে তা ব্যাধি নিরাময়ের লক্ষ্যে কেন ঝুলানো যাবে না ? তাকে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, মধুকেও তো শাফা বলা হয়েছে। এখন কেউ যদি মধু ব্যবহারের পরিবর্তে বোতলে পুরে পেটে বেঁধে নেয়, তাহলে তাকে পাগল বলবে না ? অবশ্যই পাগল বলবে -তাতে মোটেই সন্দেহ নেই। কুরআন শাফা তো বটেই তবে যখন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশ মত ব্যবহার করা হবে, নিজের পছন্দমত ব্যবহার করে নয়। কুরআন তখন শাফা বা

নিরাময়ের কাজ করবে যখন তা বুঝে তিলাওয়াত করা হবে, তা থেকে নসীহত গ্রহণ করা হবে, তার উপর চিন্তা গবেষণা চালানো হবে এবং সে মত নিজে আমল করবে। যারা কুরআনকে তাবিয হিসেবে ঝুলিয়ে রাখে তাদের দৃষ্টান্ত তো ঐ লোকটির মত যে রোগের সময় ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র বা চিকিৎসা শাস্ত্রের কিতাবগুলো নিজের গলায় ঝুলিয়ে নেয়। এসব তাবিয ও মন্ত্রপূত ব্যবসায়ীদের প্রসংগেই কুরআনে এরশাদ হয়েছে।

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ *

"তাদের অনেকেই ঈমান আনবে না তারা তো মুশরিক ছাড়া অন্য কিছু নয়।" (সূরা ইউসুফ ১০৬)

এ কারণে যে তাবিযে কুরআন লিখা থাকবে তাকেও আলেমগণ নাজায়েযের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। কাযী আবু বকর আরাবী ফায়সালা দিয়ে বলেন কুরআন ঝুলানো সুন্নত ত্বরীকা নয়। কুরআন হতে নসীহত হাসিল করাই সুন্নত।

(আবূ দাউদের শারাহ আওনুল মা'বুদ ৪র্থ খণ্ড ৬ পৃষ্ঠা)

তাবিয ও মন্ত্রপুতের ঐসব ব্যবসায়ী যারা কুরআনী তাবিযকে জায়েয মনে করে তাদের নিকট আমাদের বক্তব্য যে, আপনারা আপনাদের গ্রাহকদের কি একথা কোন সময় বলেন যে, তোমরা যে তাবিয ঝুলিয়ে ঘোরাফেরা করছো তা খুলে দেখা এজন্য জরুরী যে ওতে কুরআন এবং আল্লাহর নাম আছে, না ইয়া জিব্রাইল, ইয়া মিকাঈল অথবা নিজস্ব অন্য কোন তন্ত্রমন্ত্র আছে? কুরআন ও আল্লাহর নাম না থাকলে তো খুলে ফেলে দিতে হবে। কেননা এটাতো শিরক। এ কথা কি বলে দেন যে, তাবীজে কুরআন অথবা আল্লাহর নাম থেকে থাকলে অথবা আমাদের প্রদত্ত দু'আ পরে থাকলে প্রস্রাব পায়খানায় যাবার সময় খুলে ফেল। কেননা নবী ﷺ -এর ক্ষেত্রে স্বীয় আংটি খুলে ফেলতেন। আমাদের ধারণা যে, ঈমান লুণ্ঠনের শিকারীরা এরূপ করার জন্যে কখনও প্রস্তুত হবে না। কারণ এতে তাদের কাজের উপর প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে। এবং ঐ আঘাতেই পেট তছনছ হয়ে যাবে। অসম্ভব! এত কথার পরেও যদি কিছু লোক উক্ত কাজে সংশ্লিষ্ট থেকেই যায় এবং আমলে কুরআনী ও নকশে সুলায়মানীর নামে একাজ চালিয়ে যায়, তাহলে এটা হবে তাদের একান্ত নিজস্ব কাজ, তারাই হবে এ কাজের জিম্মাদার এবং তাদেরকেই আল্লাহর দরবারে তাদের কাজের জবাবদিহি করতে হবে। আফসোস! উম্মতের নামকরা আলেমগণ কি করে কুরআন হাদীসের সাথে তামাশা করছে? কেউ তো বলছে "ফা যাবাহুহা ওয়ামা কাদু ইয়াফ'আলূন" এর তাবিযের এই তাসির (ক্রিয়া), আবার অন্যজন বলছে "ওয়া আলকাত মা ফিহা ওয়া তাখাল্লাত" তাবিযের এই তাসির।

তাঁত এবং তাগা সম্পর্কে ঃ

তাবিযের সাথে সাথে তাঁত ও তাগা (সূতা) ব্যবহারের প্রচলনও বহুল পরিমাণে প্রচলিত হয়ে পড়েছে। কোথাও নজরে পড়ে জ্বরের তাগা, আবার কোথাও বদ নযর হতে আত্মরক্ষার তাঁত। এর মুকাবেলায় নবী করীম ﷺ -এর হাদীসে পাওয়া যায় যে, নবী করীম ﷺ উহাতে প্রকাশ্য শিরক অনুধাবন করেই প্রাণীর দেহ থেকেও তা কেটে পৃথক করে ফেলে দিয়েছেন।

عن ابي بشير الانصاري انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا ان لايبقين في رقبة بغير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت - (بخاري و مسلم)

আবু বশীর আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, কোন এক সফরে তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ছিলেন। নবী করীম ﷺ একজন আহ্বানকারীকে ডেকে এই বলে ঘোষণা করতে বললেন যে, কোন উটের গলায় তাঁতের পট্টি বা অন্য কিছু থাকলে তা কেটে দেবে। কোন একটিকেও না কেটে যেন ছেড়ে দেয়া না হয়। জাহেলিয়াতের যুগে এ পট্টি বদ নযর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে ব্যবহার করা হত। (বুখারী ও মুসলিম)

সাহাবায়ে কিরামের এ ধরনের আমল শিরকের প্রতি অসন্তুষ্টির আনুমানে হুজায়ফা বিন ইয়ামান (রাঃ) নবী ﷺ -এর আমলের পদ্ধতিতে লাগিয়ে দিয়েছেন।

উরওয়া (রহঃ) বলেন, হুজায়ফা বিন ইয়ামান (রাঃ) একজন অসুস্থ ব্যক্তির নিকট সেবা করার জন্য গেলেন। তার হাতে একখানা তাগা বাঁধা দেখে তা কেটে পৃথক করে দিলেন। অতঃপর কুরআনের এ আয়াত পড়লেন যার অর্থ-

عن عروة رضي ... قال دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعة او انتزعة - ثم قال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون (سورة يوسف : ١٠٦)

"অনেক লোক আল্লাহকে ঠিকই মানে কিন্তু তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে। (তাফসীর ইবনু কাসীর ২য় খণ্ড ৪৯৪ পৃষ্ঠা)

ওয়াকি (রহঃ)-এর বর্ণনায় এটুকু অতিরিক্ত আছে যে, হুজায়ফা (রাঃ) ঐ পীড়িত ব্যক্তিকে বললেন, "তুমি যদি এভাবে তাগা ঝুলানো অবস্থায় মারা যাও তবে আমি তোমার জানাযার নামায পড়াবো না।

বালা ও ছালা পরিধানকারী জান্নাতে যাবে না

عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى

رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذا قال من الواهدة فقال انزعها فانها لا تزيدك
الاوهنا - فانك لومت وهي عليك ما افلحت ابدا (رواه احمد)

ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তির হাতে একটা পিতলের বালা দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলেন এটা কি? সে জবাব দিল এটা হাতের দুর্বলতা ও অসুখ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে রেখেছি। নবী ﷺ এটা করতে বারণ করে দিলেন এবং বললেন ওটাতে দুর্বলতা আরও বাড়িয়ে দেবে। আর তুমি যদি ওটা পরে থাকা অবস্থাতেই মৃত্যু বরণ কর তবুও কখনই তুমি সফলতার গোড়াতেই পৌছতে পারবে না অর্থাৎ জান্নাতে যেতে পারবে না। (আহমাদ, ইবনু হিব্বান, হাকিম) এটাই হল নবী ﷺ -এর নির্দেশ। আর আজ উম্মাতে মুহাম্মদীয়ার প্রতি যে দিকেই লক্ষ্য করা যাক বালা আর বালা এবং ছালা আর ছালা।

প্রেতাত্মা ও বালা মুসীবত দমন

মনে করা হয় যে, অজ্ঞ লোকের বাচ্চাদের উপর খুব দ্রুত প্রেতাত্মার আসর করে এবং লোহা প্রতিরক্ষা করতে পারে। এজন্য বাচ্চা ঘরে থাকলে তার পাশে ছুরি অথবা চাকু রাখা হয়। বাচ্চা ঘর থেকে বাইরে বের হলে ঐ সব বস্তু তার সাথে রাখা জরুরী মনে করে। এটা মুশরিকী রেওয়াযা। আরবে জাহেলিয়াতের যুগে এর প্রচলন দেখা যায়। এ বিষয়ে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট নব জাতক শিশু নিয়ে যাওয়া হত। তিনি তার জন্য আল্লাহর নিকট বরকতের দু'আ করতেন। একদা তাঁর নিকট একটি শিশুকে নিয়ে যাওয়া হল। তার বালিশ রাখার সময় তার মাথার নীচে একখানা ক্ষুর দেখা দিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন এটা কি? তারা বললো- আমরা জ্বিনের আসর হতে আত্মরক্ষার জন্য এরূপ করে থাকি। আয়েশা (রাঃ) উক্ত অস্ত্রটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং লোকদেরকে এটা করতে নিষেধ করে দিলেন। আরও বললেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এসব অর্থাৎ অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস ও টোটকা পছন্দ করতেন না এবং এসবের প্রতি কঠোরভাবে ঘৃণা পোষণ করতেন। এজন্যই আয়েশা (রাঃ) উহা নিষেধ করতেন। (বাবুত তাইয়ারাহ মিনাল্ জিন্নে আদাবুল মুফরাদ লিল বুখারী ১৮০ পৃষ্ঠা)

জ্বিন নামানো

মাযহাবী প্রসারকারীরা জ্বিন আসা যাওয়া এবং সওয়ার হওয়া সম্পর্কে অসংখ্যা কিসসা কাহিনী তৈরী করে রেখেছে এবং জ্বিনের সাহায্যে তাদের ব্যবসাও এক প্রকার জমজমাট। আসলে জ্বিন এসে কারো উপর আসর করার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা যদিও লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি এ বিষয়ে চমৎকার ঘটনা বর্ণনা করে।

আফসোস! প্রমাণ হিসেবে তারা একটি বর্ণনা উপস্থাপন করে যাতে বলা হয়েছে যে সিরিয়ায় জ্বিনেরা হযরত সাদা বিন উবাদা (রাঃ) কে শহীদ করে দিয়েছে। অথচ জ্ঞানীগণ এ বর্ণনাকে সম্পূর্ণ অশুদ্ধ ও মওযু মনে করেন। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)-এর জ্বিন নামানোর বর্ণনাটিও এরূপই।

ব্যবসার কথা ভিন্নরূপ, কিন্তু দুনিয়ার জীবনের কার্যক্ষেত্রে কোন কল্পনা প্রবন ব্যক্তিও আজ পর্যন্ত একথা প্রকাশ করেনি যে, অমুক হত্যাটি মানুষে করেনি বরং জ্বিনে করেছে এবং কোন পুলিশও এ ফলাফল পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হয়নি যে, এ চুরিটা জ্বিনদের দ্বারা হয়েছে। সামান্য কিছু পয়সার বিনিময়ে যারা জ্বিন নামানোর ঘৃণিত ধান্দায় মত্ত তারা জ্বিন ব্যবসা এনে ধন দৌলতের স্তুপ জমা করছে না কেন? আসলে জ্বিন তো ঐ সমস্ত মহিলাদের মাঝেই আসতে দেখে যায় যারা গৃহবাসীদের উপর প্রভাব বিস্তারে ইচ্ছা পোষণ করে এবং ঐসব যুবকদের মাঝে যারা এই বাহানায় নিজের কোন বাসনা পুরণ করে নিতে চায়।

জ্বিন নামানোর ব্যবসা প্রসংগে নবী ﷺ -এর মুখ নিঃসৃত বাণী শোনা দরকার।

عن جابر بن عبد الله رضى .. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
النشرة قال هو من عمل الشيطان - (رواه ابوداؤد ص ٥٤ جلد)

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে নুশরাত বা জ্বিন ভূত নামানোর আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ এটা তো শয়তানী আমল। (আবু দাউদ ২য় খণ্ড ৫৪০ পৃষ্ঠা)

জ্বিন ভুত বিতাড়নকারী তাবিয ও মন্ত্রপুতের ব্যবসায়ী এবং সুতা ও কড়ার উপর যাদুমন্ত্র চালনাকারী লোকদের সম্পর্কে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এরা এতদূর ভীতিশূন্য হয়ে গেছে যে এ পর্যন্ত ইতি না টেনে বরং ইলমে গায়েব (অদৃশ্যজ্ঞান) ও আগামী দিনের খবরও দিয়ে চলেছে। কেউ বলে আমি কিতাবে দেখেছি তোমার মায়ের উপর অমুক জ্বিনের ছায়া পড়েছে আর তাকে তাড়ানোর ব্যবস্থাপত্র আমার নিকট রয়েছে। কখনও বলে, তোমার কোন জিনিষ হারিয়ে গেলে আমাকে জানাবে আমি বলে দেব। কখনও কোন বাজে গাল গল্পে কিতাব দেখে এবং কখনও নখের উপর পড়ার বাহানা করে একটা না একটা কথা বলে দেয়। যেহেতু এসব কথা তাদের পূর্ববর্তী মুশরেকী মস্তিষ্কের অবুঝ লোকদের মাঝেই হয়ে থাকে, তাই তাদের পক্ষ হতে কোন ক্ষতিকর অভিযোগ উঠে না এমনকি নিষেধাজ্ঞাও আসে না। এক খানদানের এক ব্যক্তিকে তাবিজ দিয়ে তা নির্ধারিত জায়গায় পুঁতে রেখেছে, তা তুলে ফেল। এমনিভাবে এসব লোকেরা পুরো খান্দানকেই নড়িয়ে নিজেদের আয় রোজগার করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাদের অনিষ্টতা হতে সকলকে মাহফুজ করুন।

পানির উপর 'ফুঁক' করার কারবার

তা'বিয এবং মন্ত্রপূতের সাথে সাথে পানির উপর দম ফুক করে পান করানোর কাজ পুরো জোরসোরের সাথেই চলছে। মসজিদের বাইরে লোকজন পানি পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এজন্য যে, নামায শেষ করে বের হলে তাদের পাত্রে দম ফুক করিয়ে নেবে। সবচেয়ে ভীড় হয় রামানের আখেরী তারাবী রাতে। উক্ত রাতে এব্যাদকারীর সামনে পানির বোতল ও পাত্রের কাতার লেগে যায়। এসব কিছু দ্বীনদারীর আবরণেই হয়ে যাচ্ছে। কেউ যদি তাদেরকে বলে যে, নবী ﷺ যে কাজ করতে নিষেধ করেছেন তার মাধ্যমে কোন মঙ্গল কামনা করা ঈমানের খেলাপ। তারা বলে এ ধরনের আমলের মাধ্যমে শাফা (নিরাময়) আশা করা যায়।

عن ابي سعيد الخدري رضي .. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب - (رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ "নবী করীম ﷺ পানীয় বস্তুর উপর ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী)

عن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتنفس في الاناء او ينفخ فيه - (رواه الترمذي)

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ "নবী করীম ﷺ পাত্রে নিঃশ্বাস ছাড়তে ও ফুঁক দিতে নিষেধ করে দিয়েছেন।" (তিরমিযী)

এ দু'টি হাদীসই হাসান সহীহ। এতে পরিষ্কার হয়ে গেলে যে, আজকে যে কাজ দ্বীনদারীর ছত্র ছায়ায় করা হচ্ছে তা নবী করীম ﷺ এর হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত। পানির উপর দম করার কারবার ছাড়াও অন্য ধান্দাও জোরের সাথেই চলছে। কোথাও কোন তশতরিতে কুরআনের আয়াত লিখে দিয়ে তা ধুয়ে পান করতে বলা হচ্ছে এতে নাকি ব্যথা দূর হয়ে যাবে। কোথাও কোথাও জ্বিনকে বোতলে ঢুকিয়ে চালান দেয়া হচ্ছে। কোথাও কোথাও দিওয়ান-ই-হাফিজ এর মাধ্যমে ফান (ভবিষ্যৎ কথন) বের করা হচ্ছে। কেউ জ্যোতির্বিদ্যার মাধ্যমে ভাগ্য সম্পর্কে বলে দিচ্ছে, আবার কেউ তোতা ও ময়নার মাধ্যমে। কেউ ফিরুজা বা অন্য কোন পাথর আংটিতে বসিয়ে ব্যবহার করে এই আশা করছে যে, তার রিজিকে প্রবৃদ্ধি আসবে। কেউ মানি প্লান্ট (বমভণহ যফটর্ভ- টাকার চারা গাছ) এর মাধ্যমে নিজ গৃহ ও দোকানে সম্পদের উচ্ছ্বাস বহিয়ে দিতে চাচ্ছে। কোথাও কারো নামের চুড়া, কারো নামে ফুলের মালা, কারো কানে গায়রুল্লাহ্ নামের ভয় এবং কারো পায়ে বেড়ী

দেখে যায়। ফলকথা সবদিকেই কুফর ও শিরকের চরম তুফান বয়ে যাচ্ছে। এখন যদি এ অবস্থার সংশোধনের জন্য কোন তাওহীদবাদী গোষ্ঠীর আন্দোলন শুরু না হয়, তাহলে তো সবই ঠিক থেকে যাবে।

তাবিয, মন্ত্রপুত ও ঝাড় ফুঁকের বিনিময়ে মজুরী গ্রহণ

বলা হয় যে, এসব কাজ আমরা জাতির মঙ্গলের জন্য ঠেকা পড়েই করছি। অন্যথায় এতে আমাদের নিজস্ব কোন ফায়দা নেই। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা সম্পূর্ণ এর বিপরীত। আয় রোজগারই হচ্ছে এর একমাত্র উদ্দেশ্য। এ কারণে এই ধরনের রোজগারকে জায়েয প্রতিষ্ঠা করার জন্যে হাদীস কুরআনের অবতীর্ণ তাবিল পর্যন্ত উল্লেখ করা থেকে বিরত হয় না। সবটাইতে যে বর্ণনার উপর নির্ভর করা হয় তা বুখারীতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে।

عن ابي سعيد الخدري رضي .. ان تاسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتوا على الحق من احياء العرب فلم يقروهم فبيتماهم لذالك ادلدى سيد اولئك فقالوا هل معكم دواء اوراق فقالوا لعم انكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيعا من الشاء فجعل يقرأ بأم القران ويجمع بزاقة ويتفل فبرأ فاتوا باشاء فقالوا لا ناخذها حتى نسئل النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فضحك وقال ما ادراك انها رقية خذوها واضربوا لي بسهم وفي رواية اقسموا واضربوا لي معكم سهما -

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ -এর সাহাবীদের একটি জামায়াত আরবের এক গোত্রের নিকট গিয়ে পৌঁছে। উক্ত গোত্র তাদের আতিথিয়েতা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। ইতিমধ্যেই গোত্রপতিকে একটি বিষধর প্রাণী দংশন করে। গোত্রের লোকেরা সাহাবীদের নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলো তোমাদের নিকট কি দংশনের কোন ঔষধ আছে? অথবা তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে দংশনের মন্ত্র সম্পর্কে অবহিত এবং দম করতে পারে? সাহাবীরা জবাব দিলেন হাঁ, তবে তোমরা তো ঐ লোক যারা আমাদের আতিথিয়েতা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছো। এ জন্য আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের নেতার প্রতি দম করবো না যতক্ষণ তোমরা আমাদেরকে এজন্য উজরত (মজুরী) দেয়ার ওয়াদা না করবে। অতঃপর কিছু ভেড়া দেওয়ার শর্ত হল। একজন সাহাবী সূরা ফাতিহা পড়ে মুখে থুথু জমা করে নেতার প্রতি ফুৎকার মারলেন। গোত্র নেতা সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে গেল। ওয়াদা মোতাবেক গোত্রের লোকেরা ভেড়াগুলো নিয়ে এল। সাহাবায়ে কিরাম সন্দেহের দোলায় ভুগতে লাগলেন। তারা বললেন,

আমরা নবী করীম ﷺ কে জিজ্ঞাস না করে ভেড়াগুলো নিব না। তাঁরা রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাস করলে তিনি ﷺ হেঁসে উঠে বললেন, তোমরা কিভাবে বুঝেছ যে, সূরা ফাতিহা পড়ে দম 'ফুক' করা যায়। ভেড়াগুলো নিয়ে নাও এবং আমার জন্য একটি ভাগ রাখ। (বুখারী ২ খণ্ড ৮৫৪ পৃষ্ঠা) সোলায়মান বিন কাতাতার বর্ণনায় এতটুকু অতিরিক্ত আছে গোত্রের লোকেরা আমাদের নিকট ভেড়াগুলো পাঠিয়ে দিল এবং খাবারও পাঠালো। আর আমরা খাবার খেয়ে নিলাম।

এ হাদীস তো পরিষ্কারভাবেই বলে দিচ্ছে যে, এটা একটা ব্যতিক্রমধর্মী হয়ে উজরতের ঘটনা। এই বিশেষ স্থানে সাহাবায়ে কিরাম ঐ কাবিলার লোকদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে উজরতের ব্যবস্থা করেছিলেন। কেননা ঐ একটি বর্ণনা ছাড়া গোটা হাদীস শাস্ত্রের অগাধ ভাণ্ডারে অনুরূপ একটি মাত্রও হাদীস পাওয়া যাবে না যেখানে এটা প্রতিয়মান হবে যে, কখনও অন্য কোন সাহাবী এভাবে উজরত (মজুরী) গ্রহণ করেছেন। খারেজা বিন সালতও রেওয়ায়েতে তা খারেজা স্বয়ং নিজেই যয়ীফ দুর্বল হিসেবে পরিচিতি।

দ্বিতীয় কথা যে, এটা তো হুবহু উজরতের (মজুরী) ব্যাপার নয় ভেড়াগুলো যদি উজরত হিসেবেই দেয়া হয়ে থাকতো তাহলে তো এগুলো দমকারীদেরই (মজুরী) উজরত হত। এগুলোকে বন্টন করা এবং নবী ﷺ কর্তৃক নিজের ভাগ গ্রহণ করার কথা উজরতের প্রসঙ্গে তো হতে পারে না এজন্য এই রেওয়ায়েত হতে উজরত জায়েয হওয়ার মাসয়ালা বের করা সহীহ নয়। আসল কথা হল, এখানে সাহাবায়ে কিরামের অন্তরের সঙ্গতি ও প্রশান্তি রক্ষার্থেই নবী ﷺ -এর এরশাদ ছিল। কেননা যে জায়গায় সাহাবায়ে কিরামের খানাপিনার ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এবং একটি কবিলা কর্তৃক মেহমানদারী করার ব্যাপারে অস্বীকৃতি বিদ্যমান তথায় কঠিন ক্ষতিজনক ফলাফল বহনেরই আশংকা ছিল সবচাইতে বেশী। অসাধারণ ঘটনার প্রেক্ষিতেই নবী ﷺ এ কথা বলে দিয়েছিলেন যাতে করে কাবিলার লোকেরা তাদেরকে খানাপিনা দিয়ে পরিতৃপ্ত করতঃ তাদের প্রতি সাহাবীদের অন্তরের তিক্ততা দূর করতে সক্ষম হয়। অন্যথায় সাধারণ অবস্থায় নবী ﷺ কুরআনের বিনিময়ে উজরত (মজুরী) গ্রহণ সম্পর্কে কঠোরতার সাথে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেছেন। নবী ﷺ এর অসংখ্য হাদীস এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে।

عن عبد الرحمن بن شعبل الانصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
اقرؤا القرانو لا تأكلوا به - (مسند احمد ص ٤٤٤ جزء ٣)

আব্দুর রহমান বিন শো'বুল আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, কুরআন পড় কিন্তু রোজগারের মাধ্যম বানাইও না। (মুসনাদে আহমদ ৩য় খণ্ড ৪৪৪ পৃষ্ঠা)

عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن (يتاكل) به
الناس جاء يوم القيامة وجهه عظيم ليس عليه لحم -

হযরত বুরায়দা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যারা কুরআন পড়ে তাকে লোকদের নিকট হতে রোজগার করার মাধ্যম বানিয়ে নেয় তারা কিয়ামতের দিনে এ অবস্থায় উঠবে যে তাদের চেহারায় গোস্ত থাকবে না থাকবে শুধু হাড়। (বায়হাকী মিশকাত ১৯৩ পৃষ্ঠা)

এ কারণেই ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় সহীহ বুখারীতে কুরআনকে রোজগার করার মাধ্যমে বানানোর পাপ সম্পর্কে অধ্যায় বেঁধেছেন "বাবু ইসমিন মানরাকি আই বিকিরায়াতিল কুরআন আওতায়াকালা আওফারবিহি" অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির গুনাহ সম্পর্কীয় অধ্যায় যে কুরআনের কিরায়াতের রিয়া বা লোক দেখানোর জন্যে ব্যবহার করে অথবা আয় রোজগারের মাধ্যম বানায় অথবা এর মাধ্যমে ফাসেকি-ফাজিরি কাজ কাম করে।

আবু দাউদের এক বর্ণনায় এসেছে, উবাদা বিন সামিত (রাঃ) কে তার জনৈক শাগরেদ যাকে তিনি কুরআনের শিক্ষা দিয়েছিলেন সে তুহফা হিসেবে একখানা কামান দিল। নবী ﷺ বললেনঃ এটা তো আগুনের গলাবন্ধ বিশেষ, এটা পরিধান করার শক্তি সমার্থ থাকলে গ্রহণ কর। (আবু দাউদ ৪৮৫ পৃষ্ঠা)

এ সমস্ত পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হাদীসের আলোকে হাসান বসরী (রহঃ) এর ফৎওয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করা আরও অধিক যুক্তিযুক্ত হবে।

عن الحسن البصري انه قال البهلوان الذي فوق الجبال احسن من العلماء الذين
يميلون إلى المال لانه يأكل الدنيا بالدنيا وهؤلاء يأكل الدنيا بالدين -

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেনঃ "ঐ সমস্ত বীর যারা রশির উপর চলে নিজেদের বীরত্বের নৈপূণ্য দেখিয়ে থাকে তারা ঐসব আলেম হতে উত্তম যারা ধন সম্পদের প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। কেননা এ বীরেরা তো দুনিয়ার বিনিময়ে দুনিয়া উপার্জন করছে আর আলেমরা দ্বীনের বিনিময়ে দুনিয়া উপার্জন করেছে। (মিশকাতের শরাহ মিরকাত ৩য় খণ্ড ২২৫ পৃষ্ঠা)

এখন তাবিযের আকৃতিতে কুরআন বিক্রয়কারীগণ, কুরআনের তালিম দিয়ে

লোকদের নিকট হতে উজরত গ্রহণকারীগণ এবং কুরআনের তাফসীর লিখে বিক্রয়কারীগণের আল্লাহকে ভয় করা উচিত।

শুনে রেখ! আজকে এ জাতি যে শাস্তির মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে তাতো এ শিরকেরই সৃষ্টি। শিরকের ঐ সমস্ত বিষয় হতে তাওবা করে এখনও খালেস তাওহীদের দিকে প্রত্যাবর্তন না করলে পরিপূর্ণ বরবাদী বা ধ্বংস নিশ্চিত।

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ط كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ *

আল্লাহর বাণী ঃ "তাদেরকে বলে দাও তোমরা দেশ ভ্রমণ কর আর দেখ তোমাদের আগে যারা ছিল তাদের পরিণাম কি দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই তো মুশরিক ছিল।" (সূরা রূম ৪২)

হাঁ তবে ঈমানকে শিরকের সকল বিষয় হতে পবিত্র করে নিতে পারলে আজকের নিরাপত্তাহীনতা সঠিক অর্থে নিরপত্তায় এবং আসম্মান সম্মানে পরিবর্তিত হতে পারে।

আবার এরশাদ হয়েছে- যারা ঈমান এনেছে আর নিজেদের ঈমানকে শিরকের অনাচার দিয়ে ঘোলাটে করে ফেলেনি তারাই তো সেই দল, যাদের জন্য রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা আর তারাই সরল সত্য পথের অনুসারী। (সূরা আনআ ৮৩)

এ আয়াতে জুলুমের এর অর্থ শিরক। নবী ﷺ স্বীয় জবানে এ কথা বলেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

আসুন! দু'আ করি মহা প্রভু যেন উম্মতে মুসলিমার নামকরা আলেমদেরকে শিরক থেকে বাঁচিয়ে নেন এবং খালেস ঈমানের তাওফীক দেন। (আমীন)

অবশেষে আমাদের আহ্বান

এমন কেও কি আছে যে শিরককে মুছে ফেলে খাঁটি তাওহীদ প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে আমাদের সঙ্গ দিতে প্রস্তুত আছে? এবং ঐ সব লোক কোথায় যারা সাহাবায়ে কিরামের পদাংক অনুসরণ করে বাতিলকে মিটিয়ে দিয়ে হক কায়েমের উদ্দেশ্যে আমাদের সফর সঙ্গী হবে?

الحمد لله - تمت بالخير

বিঃদ্রঃ এ পুস্তকের কোন মূল্য নেয়া হচ্ছে না এবং এর প্রকাশ বা প্রচারেও কোন বিধি নিষেধ নেই।